সংবাদ

তারিখ ... 04 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৪ ...

রাবিতে শিবির ধরতে তিন হলে তল্লাশি : আটক চার

প্রতিনিধি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) তিনটি হলে তল্লাশি চালিয়ে সাতটি কক্ষ ভাঙচুর ও শিবির নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে জিহাদী বই উদ্ধার করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এসময় শিবির সন্দেহে ৪ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ আমীর-আলী হলে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন, গণিত বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মাহমুদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সাদিকুল ইসলাম, মাঈন উদ্দিন ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রাসেল হোসাইন। আটককৃত মাঈন উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ডেভেলপম্যান্ট ফাউন্ডেশন (পিডিএফ) এর সদস্য। এ বিষয়ে পিডিএফ এর সভাপতি আলমগীর হোসেন বলেন, 'সে (মাঈন উদ্দিন) একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। আমার জানা মতে সে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়।' প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু হলের ২১৫ নম্বর কক্ষ থেকে সাদিকুল ইসলামকে আটক করে ছাত্রলীগ। পরে তাকে হলের ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত ২২২ নম্বর কক্ষে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামন থেকে মাগরিবের নামায শেষে বের হওয়ার পথে মাঈন উদ্দিন ও রাসেল হোসাইনকে আটক করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে তাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে আনা হয়। এরপর অপর শিক্ষার্থী সাদিকুল ইসলামকেও সেখানে নিয়ে আসেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় তাদের প্রায় আধা-ঘণ্টাব্যাপী জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।রাত আটটার দিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আমীর আলী হলের ২০৯ নম্বর কক্ষ থেকে মাহমুদ নামের এক শিক্ষার্থীকে আটক করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় তার কক্ষে ভাংচুর চালানো হয়। শিবির কর্মীদের আটকের সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান, ছাত্রলীগ নেতা মাহবুবুর রহমান পলাশ, মেহেদী হাসান রাসেল, রানা চৌধুরী, মুস্তাকিম বিল্লাহসহ ১৫-২০ জন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন,'আটককৃতরা সবাই শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এরমধ্যে একজন শিবিরের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক। তার কক্ষ থেকে বেশকিছু জিহাদী বই পাওয়া গেছে। তারা ক্যাম্পাসে নাশকতার পরিকল্পনা করছিল। তাই তাদের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ করেছে।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মোহা. সোলাইমান চৌধুরী বলেন, 'আমরা বিষয়টি শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট চারজনকে ছাত্রলীগ আটক করে পুলিশে দিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'নগরীর মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিবির সন্দেহে চারজন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। তাদের থানা হাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'